উত্তম
অনিতা
অভিনীত
আর, আর, পিক্‌চার্সের
হারজিৎ
পরিচালনা মানু সেন
সুর শিল্পী রবীন চ্যাটার্জী
পরিবেশক
প্রভা পিক্‌চার্স

গোবিন্দ রায় ও মানব রায়ের প্রযোজনায়
আর. আর. পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেডের নিবেদন

হারজিৎ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **মানু সেন।**

কাহিনী : প্রেমেন্দ্র মিত্র। চিত্রনাট্য ও সংলাপ : পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও প্রণব রায়। সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়। গীত-রচনা : প্রণব রায়। চিত্রগ্রহণ : বিভূতি চক্রবর্ত্তী। শব্দ-যোজন : জে, ডি, ইরাণী। শিল্প-নির্দ্দেশ : সুনীল সরকার। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। ব্যবস্থাপনা : কৈলাশ বাগচী। রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী। চিত্র-পরিস্ফুটন : শৈলেন ঘোষাল। পটশিল্প : কবি দাশগুপ্ত। আলোক-নিয়ন্ত্রণ : হেমন্ত দাস। যন্ত্র-সঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা। স্থির-চিত্র : স্যাংগ্রীলা।

● সহকারী ●

প্রধান সহকারী পরিচালক : হিমাংশু দাশগুপ্ত।

পরিচালনা : সতীন্দ্রনাথ রায়। সুরসৃষ্টি : উমাপতি শীল ও শশাঙ্ক সোম। আলোক-চিত্র : বীরেন ভট্টাচার্য্য ও দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী। শব্দ-যোজন : সন্তু বসু। শিল্প-নির্দ্দেশ : রবি দত্ত। সম্পাদনা : রবীন ব্যানার্জি ও পুনু সেন। ব্যবস্থাপনা : শান্তিশেখর, সুনীল রায়, সতীশ। আলোক-নিয়ন্ত্রণ : সুখরঞ্জণ, অনিল, দেবেন, মণ্টু, মংরু। রূপসজ্জা : অনাথ মুখোপাধ্যায়।

●

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : "দি মেলোডি", রবি ঘোষ, বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী ও দিলীপ বসু।

● রূপায়নে ●

উত্তমকুমার ॥ অনীতা গুহ ॥ বসন্ত চৌধুরী

কমল মিত্র । পাহাড়ী সান্যাল । জীবেন বসু । বীরেন চ্যাটার্জী । অনুপকুমার বাবুয়া । মলিনা দেবী । স্বাগতা । সুজাতা । সন্তোষ সিংহ তুলসী । হুষা । নৃপতি । ধীরাজ দাস । জয়নারায়ণ ননী মজুমদার । পরিতোষ । সন্তু । শ্যামল।

পরিবেশনা : **প্রভা পিকচার্স**

স্ত্রীর প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও রাজীবলোচন যেদিন একমাত্র ছেলে বাবুলকে প্রতিবেশী বিনোদ দত্তর জিম্মায় রেখে পাটনা থেকে কলকাতায় এল জীবিকা-সন্ধানের আশায়,—সেদিন ভাগ্য-দেবতা বোধ হয় একটু নিষ্ঠুর হাসি হেসেছিলেন।

কলকাতায় এসে রাজীবের সঙ্গে আলাপ হ'ল শেয়ার-মার্কেটের দালাল গণেশের। গণেশের সাহায্য আর পরামর্শে সত্যিসত্যিই কিছুদিনের মধ্যেই রাজীবের ভাগ্য ফিরে গেল। অবস্থা খানিকটা স্বচ্ছল হতেই, স্ত্রী সৌদামিনীর তাগাদায় রাজীব ফিরে এল পাটনায়,—বাবুলকে নিয়ে যেতে। গিয়ে যা দেখল, তাতে তার মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ল।

বিনোদ দত্তের বাড়ী তালাবন্ধ! শুনল, একদিন নাকি তিনি তাঁর স্ত্রী আর বাবুলকে নিয়ে নৌকো ক'রে যাচ্ছিলেন; হঠাৎ নৌকোডুবি হওয়ায় সকলেরই মৃত্যু হয়েছে।

ভাঙা মন নিয়ে রাজীব ফিরল কলকাতায়। খবর শুনে সৌদামিনী মূর্চ্ছা

গেলেন। দেখতে দেখতে তাঁর অবস্থা এমন কাহিল হয়ে পড়ল যে, মনে হ'ল তাঁকে বাঁচানোই বুঝি শক্ত হবে। অবস্থা দেখে গণেশ একটা পরামর্শ দিল। তার মক্কেল হরেন মিত্তির কিছুদিন আগে একমাত্র শিশুপুত্র রজতকে রেখে মারা গেছেন। তাঁর বিরাট কারবার-ও ডুবতে বসেছে। রজতকে এনে এখানে রাখলে সৌদামিনী কি তাঁর পুত্রশোক খানিকটা ভুলতে পারেন না?

সৌদামিনীর কথা ভেবে নয়, হরেন মিত্তিরের কারবার থেকে নিজের ভাগ্যকে ফিরিয়ে নেবার মতলবে রাজীব রজতকে এনে সৌদামিনীর কাছে রাখল। সৌদামিনীও এই নিরাশ্রয় ছেলেটিকে সঙ্গে সঙ্গে ভালবেসে ফেল্লেন। এদিকে, হরেন মিত্তিরের কারবারের দরুণ হঠাৎ কিছু মোটা টাকা রাজীবের হাতে এসে পড়ল। সব দেখে শুনে রাজীব রজতকে পোষ্যপুত্র নিয়ে ফেল্ল। সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের চাকাও গেল ঘুরে!

* * * * * *

বিশবছর পরের কথা। রাজীবলোচন চৌধুরী এখন কলকাতার একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। গণেশ তাঁর দক্ষিণ হস্ত। রজত লেখাপড়া শিখেছে। রাজীব চান, রজত তার ব্যবসা দেখুক। কিন্তু রজতের ঝোঁক গানের দিকে। কলকাতার বিখ্যাত তরুণ গায়ক সুরজিৎ চৌধুরীর মত সেও একদিন মস্ত গায়ক হবে, রেডিওতে গাইবে, সভায় গাইবে—এই তার স্বপ্ন। একদিন একটা ভাল তানপুরা কিনতে গিয়ে দোকানে একটি মেয়ের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়ে গেল। মেয়েটি এসেছিল একটা তানপুরা বিক্রি করতে। দরদস্তুর নিয়েই লাগল খিটিমিটি।

মেয়েটির নাম গীতা; ওস্তাদ মহীপতি রায়ের একমাত্র মেয়ে। একথা কিন্তু রজত জানত না। তাই, ওস্তাদ মহীপতি রায়কে গুরুপদে বরণ করতে গিয়ে, গীতার আসল পরিচয় পেয়ে তার অবস্থাটা সঙীন হয়ে দাঁড়ালো। ওস্তাদ মহীপতি রায় টাকা নিয়ে গান-বাজনা শেখান না। তাঁর এককালের ছাত্র সুরজিৎ আজকাল টাকা নিয়ে রেডিওয়, সিনেমায় গাইছে ব'লে তিনি তার সংশ্রব পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছেন।

মহীপতি রায়ের নেতৃত্বে একটা সঙ্গীত বিদ্যালয় খোলা যায় কি না, এ সম্বন্ধে রজত আলোচনা করতে গিয়েছিল। বহু আপত্তির পর মহীপতি রায় যখন শুনলেন যে এ বিদ্যালয়ের সঙ্গে ব্যবসাদারির কোন সম্বন্ধ নেই, তখন তিনি রাজী হলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপার নিয়ে রজত আর গীতার মনের মেঘও কেটে গেল। নিজেদের অজান্তেই তারা নিকট থেকে নিকটতর হতে লাগল।

এমন সময় একদিন সুরজিৎ এসে হাজির। আশ্চর্য্য মানুষ সে, টাকা ছাড়া আর কিছুই যেন বোঝে না। প্রথম পরিচয়েই রজতকে সে আক্রমণ করে বসল। কিন্তু, রজত সেটা গায়ে না মেখে বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে গেল। সুরজিৎকে সে অর্থ সাহায্য করল আর বিদ্যালয়ের কাজে অংশগ্রহণ করতেও আহ্বান জানাল।

এর পর থেকে সুরজিৎকে প্রায়ই রজত অর্থ সাহায্য করে; আর এ নিয়ে গীতার কাছে অনুযোগও শুনতে হয়। গীতাকে নিয়ে সে মাঝে মাঝে সৌদামিনীর কাছে যায়। সৌদামিনী ভারী পছন্দ করেন গীতাকে। রজত আর গীতার মনের কথা তিনি বোঝেন, সমর্থনও করেন।

কিন্তু ঝড় ঘনিয়ে আসে অন্য দিক থেকে। রজত যে সুরজিৎকে অর্থ সাহায্য করে, এটা গণেশ পছন্দ করে না। একদিন সুরজিৎ সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজখবর করবার জন্যে সে গেল সুরজিতের মেসে। যখন ফিরে এল,—তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে!

ভাগ্যদেবতা একি নিষ্ঠুর খেলা খেললেন নিরপরাধ রজতের জীবন নিয়ে? মানুষ কি শুধু মাটির পুতুল যে, খুশিমতো তাকে যেখানে ইচ্ছে বসানো যায় আবার কাজ ফুরোলেই সরানো যায়?

সঙ্গীত

[১]

তাইরে নাইরে তাইরে না
আহ্লাদে মোরা আটখানা
যা খুসী তাই গান গেয়ে যাই
নেই কো বাধা নেই মানা।
চাঁদনী রাতের জলসাতে
লক্ষ্মী প্যাঁচা গায় সাথে
শিয়াল মশাই তান ধরে ভাই
মুখটি করে চাঁদপানা—
ঝিকিমিকি জোছনায় ফুলঝুরি ফুটছে
সাদা সাদা মেঘেদের রেলগাড়ি ছুটছে
মনে মনে ভেসে যাই
স্বপ্নের দেশে যাই
তেপান্তরের পথে নেই ঠিকানা

[২]

শুধু কল্পনা দিয়ে গড়েছি তোমায়
এঁকেছি তোমার ছবি
আমি যে সুরের কবি।
মোর শতজনমের পারে
তুমি এসেছিলে অভিসারে
আঁধারের পারে তুমি যে আমার
প্রভাতের ভৈরবী।
তুমি শিল্পীর মানস প্রতিমারাণী
রাঙা অনুরাগে চরণে তোমার
আলতা দিয়েছি টানি
নব রূপে নব রাগে
হেরি তোমারি মুরতি জাগে
এই জীবনের গোধূলিতে তুমি
সকরুণ পূরবী।

[৩]

কি সুরে বাজালে বল বাঁশরী,
জল নিতে যমুনায়—
গাগরী ভাসিয়া যায়
আনমনে ঝুরে হায় ব্রজকিশোরী।

[৪]

মধু মালতী ডাকে আয়
ফুল ফাগুনের এ খেলায়
যুথী কামিনীর কত কথা
গোপনে বলে মলয়ায়
প্রাণে প্রাণে দোলে আজি কি মাধুরী
আলোভরা কালো চোখে লুকোচুরি
মন চাহে যে ধরা দিতে
তবু সে লাজে সরে যায়
মালা হয়ে প্রাণে মম কে জড়ালো
ফুলরেণু মধুবায়ে কে ছড়ালো
জানি জানি কে আজ হিয়া
রাঙ্গালো রাঙ্গা কামনায়।

[৫]

ছিল একদিন—ফাগুন রঙিন
জীবনের পথ ছিল কুসুমে ছাওয়া,
প্রাণে ছিল সুর আবেশে মধুর
কুহু আর পাপিয়ায় দুজনে গাওয়া।
দিনগুলি ছিল যেন ছায়ায় ঢাকা
রাত ছিল মধুরাত স্বপ্ন মাখা
প্রাণে ছিল আর ছিল না চাওয়ার
সেদিন চাওয়ার আগে ছিল যে পাওয়া
কোথা হতে এল ঝড় সহসা
মধুঋতু শেষ হল ভুবনে,
প্রেম শুধু ভুল করে জীবনে
আজ দেখি ফাগুনের বিদায় পালা
মালার কুসুমে এ কি অনল জ্বালা।
নাই খেলাঘর শুধু বালুচর
শূন্য হাতে আজ ফিরিয়া যাওয়া।

[৬]

আশা নদীর দুই তীরে
ভাঙ্গা গড়া বারে বার।
এইতো রীতি এই জীবনের
আলোর পাশে আঁধার।
ছিল হাসি, ছিল যে আলো
ঝড়ের মেঘে কোথা মিলালো
কে বোঝে বল ভালোবাসা যে
মালা বিনি সুতার।
সোনার মুকুটে মিছেই যে সাজা
আজ যে ভিখারী কাল ছিল রাজা
জীবন পথে প্রেম মুসাফির
ফিরে আসে না আর।
আজব তামাসা এ দুনিয়াতে
সুখের বাসা দুখের সাথে
এই জীবনের পাশা খেলাতে
কভু জিৎ কভু হার।

প্রভা পিকচার্সের পরিবেশনায়
আর একটি সর্বজনচিত্তহারী চিত্র !

সাবিত্রী • রবীন • অসিত • দ্বিজু • নীতীশ • পদ্মা • অনিল • সুমালা
অভিনীত

এস. এস. পিকচার্সের

প্রিয়া

পরিচালনা.
সলিল সেন

সঙ্গীত.
রাজেন সরকার

কাহিনী.
বিজয় গুপ্ত

• প্রভা রিলিজ •

প্রভা পিকচার্স, ৫৬নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, হইতে মুদ্রিত।